দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 ৬ OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

20

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য নিয়ে একটি চিঠি আছে দৈনিক বাংলায়। চিঠিতে আবেদন জানান হয়েছে গরীব এলাকায় এ কর্মসূচী বেশী করে চালু করার জন্য। গরীব এলাকা হিসাবে দু'একটি জেলার নামও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গরীব এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ প্রকল্প চালু হলে একই সঙ্গে দুটি কাজ হবে— দরিদ্রজন যেমন ক্ষুধার অন্ন পাবে, তেমন দেশে শিক্ষা বিস্তার হবে।

এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে বিবেচনাযোগ্য। তবে এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের আগে এর প্রেক্ষাপটটি পুংখানুপুংখভাবে ভেবে দেখতে হবে। কারণ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর একটি ভিন্ন ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটির কথা আজকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশে দুর্গত এলাকায় নগদ টাকা বা খাদ্যশস্য সাহায্য দেবার রেওয়াজ ছিল। এবং এ সূত্রেই খয়রাতি সাহায্য শব্দটি আমদানী হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে বহু এলাকায় এই কর্মসূচীর সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু আবার অনেক এলাকায় এই কর্মসূচী শিক্ষার চেয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তির লক্ষ্যেই যেন বেশী সমাদৃত হয়েছে। এবং এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে দুঃখজনকভাবে। এরপরে সমস্যা দেখা দিয়েছে স্থায়ীভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিয়ে। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের গম বন্টনের অবকাঠামো নেই। ফলে, শিক্ষকদের শিক্ষকতা বাদ দিয়ে এ কাজে নিয়জিত থাকতে হচ্ছে। গম বিতরণ নিয়ে অশান্তি দেখা দিচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

যতদূর জানা গেছে, এ চিত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরের বাইরে নয়। এ পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং এই লক্ষ্যে গম বন্টন এই দুই ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

এ সুপারিশ প্রণিধানযোগ্য যে গরীব এলাকায়ই এ কর্মসূচী বেশী করে চালু করা উচিত। কিন্তু সঠিকভাবে সবদিক সামাল দিতে না পারলে শিক্ষাদানের চেয়ে গম বন্টনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এক সময়। বিনামূল্যে গম পাবার জন্য দরিদ্র থাকার বা দরিদ্র বলে প্রমাণিত হবার আকাঙ্ক্ষা হতে পারে প্রবল। নিশ্চয়ই এ পরিস্থিতি কাউকে স্বনির্ভর করে না।